BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

—sss—

পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা।

এবং নায়কশোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত।

—sss—

CALCUTTA

BAHIR MIRZAPORE.

REPRINTED FOR THE VERNACULAR LITERATURE

COMMITTEE, AT THE VIDYARATNA PRESS.

BY GIRISHACHANDRA SHARMA.

1858.

Price 1 Anna.—মূল্য /০ আনা।

বিজ্ঞাপন।

—০০০—

প্রায় আটমাস অতীত হইল, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রথমবার দুইসহস্রসঙ্খ্যক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া, যে এত অল্পদিবসের মধ্যেই সমুদয় পুস্তক এককালে নিঃশেষিত হইয়া যাইবেক তৎকালে অনুবাদক সমাজের এতাদৃশী বলবতী আশা ছিলনা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পাঠকবর্গ সাতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া পাঠ করাতে, সমাজের সেই সামান্য আশালতা বিপুল ফল পুষ্পে সুশোভিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবেক।

এক্ষণেও পাঠকগণের অত্যন্ত আগ্রহ দর্শনে, এই পুস্তক দ্বিতীয়বার দুইসহস্রসঙ্খ্যক মুদ্রিত হইল। পূর্ব্ববারে যে যে স্থল ভ্রমপ্রযুক্ত অসঙ্গত অসংস্কৃত ও অশোধিত ছিল, এবারে বিশেষ যত্ন সহকারে সে সকল স্থল সুসঙ্গত সুসংস্কৃত ও সুশোধিত করিয়া দেওয়া গেল। এক্ষণে পাঠকবর্গ যদি পূর্ব্ববৎ আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তাহা হইলে সমাজের সেই আশালতার ফল সুপক্ক হইল মনে করা যাইবেক।

প্রথমবারে পুস্তকখানি নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ছিল, পাঠকগণ পাঠ করিয়া, বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না, এই নিমিত্ত এবারে আর একটী মনোরম উপাখ্যান ইহার প্রান্তভাগে সংযোজিত করিয়া

দেওয়া হইল। পূর্ব্ব উপাখ্যানের সহিত এ উপাখ্যানটির অনেক অংশে সাদৃশ্য আছে। পাঠ করিলে, বোধ হয়, পাঠকবর্গের সন্তোষ জন্মিতে পারিবেক।

পূর্ব্ববারে এই পুস্তক চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠ ছিল, এবং তিন পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। এবারে পৃষ্ঠসঙ্খ্যা দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক হইল, কিন্তু মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা এক পয়সা মাত্র বৃদ্ধি করা গেল, অর্থাৎ এক আনা নির্দ্ধারিত হইল। অনুমান করি গ্রাহকগণ ইহাতে কোন মতেই অতিরিক্ত মূল্য জ্ঞান করিবেন না। কিমধিকমিতি।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের
সহকারি সম্পাদক।

কলিকাতা।
১৫ জেনুয়ারি।
ইং ১৮৫৮।

পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা

দস্পাপা

পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা।

একদা এক ক্ষুদ্র শিশুর মারাত্মক পীড়া হইয়াছিল, বাঁচিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। পাছে শিশুটি মরিয়া যায় এ আশঙ্কায় তাহার মাতা নিতান্ত দুঃখিতা হইয়া মনের সন্তাপে শিশুর সমীপে বসিয়া একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালকের কোমল শরীরটি রোগের যন্ত্রণাতে সম্পূর্ণরূপে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, চক্ষু দুটি মুদ্রিত, হাত পায়ে কিছুমাত্র বল না থাকাতে ক্রমশ উহা অবশ হইয়া আসিল। লোকে দারুণ মনোদুঃখে কাতর হইলে যেরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে, বালকটি সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। ইহাতে তাহার দুঃখিনী মাতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিতা হইয়া একান্তচিত্তে আপন প্রাণাধিক প্রিয়তম কুমারের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

এমত সময়ে এক বৃদ্ধ আসিয়া দ্বারদেশে আঘাত করিতে লাগিল। আমরা যেরূপ ঘোটকের শীত নিবারণের নিমিত্ত স্থূল কম্বলদ্বারা উহার শরীর আচ্ছাদিত করি, ঐ ব্যক্তির গাত্রে সেইরূপ একখানি মোটা কম্বল জড়ান ছিল। দারুণ শীত কাল, এমত সময় এরূপ বস্ত্র গাত্রে না দিলে কোন ব্যক্তিই উষ্ণ থাকিতে পারে না। চারিদিগে শিশির

পড়িতেছে, তৃণসকল বরফের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিতান্ত শীতল হইয়াছিল ; উত্তরবায়ু এমনি প্রবল বেগে বহিতে ছিল যে, কোন ব্যক্তিই মুখ খুলিয়া উত্তর মুখে চলিতে পারে না, বাতাসের শৈত্যগুণ হেতু মুখে যেন বাণ বিদ্ধ হইতে থাকে।

দুঃখিনী মাতা দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে বৃদ্ধ শীতাতিশয়ে কম্পিতকলেবর হইয়াছে। বালকটিও তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ নিদ্রিত হইয়া ছিল, এই অবসরে তিনি এক মালসা আগুন আনিয়া বৃদ্ধকে তাহার উত্তাপে উষ্ণ হইতে কহিলেন। স্ত্রীলোকের সদ্ব্যবহারে ঐ বৃদ্ধ ব্যক্তি অত্যন্ত উপকৃত হইয়া অগ্নির সন্নিহিত স্থানে উপবেশনপূর্ব্বক আস্তে আস্তে সেই পীড়িত বালকের দোলনাটি দোলাইতে লাগিল।

ক্ষণমধ্যে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে, সে ব্যামোহযাতনায় কাতর হইয়া পূর্ব্ববৎ এক এক বার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া উহার মাতা অতিশয় কাতরা হইলেন, সম্মুখে একটি মোড়া পাতিয়া তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক বালকের হস্ত দুটি ধারণ করিয়া রহিলেন। আহা! সন্তানের যাতনা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে কতইবা অশ্রু পতিত হইল। সেই শোকাকুলা নারী বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি বিবেচনা হয়, এ যাত্রা এই বালকটিকে আমি রক্ষা করিতে পারিব কি না? আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে পরমদয়ালু পরমেশ্বর একবারে আমার ক্রোড় শূন্য করিয়া ইহাকে লইয়া যাইবেন না।

যে বৃদ্ধ মনুষ্য আসিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন,

স্বয়ং যমরাজা; বৃদ্ধরূপ ধারণ করিয়া তাহাকে ছলনা করি-তে আসিয়াছিলেন। ঐ দুঃখিনীর এইরূপ জিজ্ঞাসায় তিনি কুৎসিতরূপে এমনি করিয়া মস্তক নাড়িতে লাগি-লেন, যে তাহাতে হাঁ বা না দুই অর্থই বুঝাইতে পারে। শিশুর জননী অধোবদনে একদৃষ্টে ভূমিপৃষ্ঠে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার দুই গণ্ডদেশ বহিয়া চক্ষু হইতে অশ্রান্ত অশ্রুধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনদিন তিনরাত্রি মাতার কিছুমাত্র নিদ্রা হয় নাই, কেবল একান্তচিত্তে সন্তা-নের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি অধোবদন হইয়া থাকাতে তাঁহার মস্তকটি ঘুমের ঘোরে ভারি হইয়া ক্রমে ক্রমে নত হইয়া ভূতলে লগ্ন হইল। তৎকালে তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত নিদ্রাগত হইলেন।

একে প্রাণের উৎকণ্ঠা, তাহাতে আবার দারুণ শীত, ইহাতেও কি প্রকৃত নিদ্রা হইতে পারে? অবিলম্বেই কম্পা-ন্বিতকলেবর হইয়া পুনর্ব্বার তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চতু-র্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখেন, যে বৃদ্ধ মনুষ্য সেখানে নাই, এবং পুত্রও নাই। ইহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে বিধাতঃ তুমি কি করিলে? এ কি! আহা, আমার হৃদয়ের ধন সন্তানটিকে বুঝি সেই বৃদ্ধ মনুষ্য লইয়া গিয়া থাকিবেক!

দুঃখিনী মাতা এইরূপ রোদন করিতেছেন, এমত সময়ে ঘরের কোণে যে পুরাতন ঘড়িটি ছিল, তন্মধ্যস্থ তারসং-লগ্ন দুইটা শিশার গোলা হড় হড় শব্দে ভূতলে পতিত হইল, ঘড়িটা একবারে নিস্তব্ধ হইয়াগেল। পূর্ব্ববৎ আর খট্ খট্ শব্দ করিল না।

দুঃখিনী জননী পুত্রবিরহে সাতিশয় শোকাকুলা হইয়া

বাটী হইতে বাহির্গত হইলেন। আমার হৃদয়ের ধন প্রাণ কুমারকে কে হরণ করিল? আহা আমার হৃদয়ের ধন কুমারকে কে হরণ করিল? এইকথা বারম্বার উচ্চারণ করিতে করিতে পাগলিনীর ন্যায় ধাবমানা হইতেছেন, এমত সময়ে মলিন বসন পরিধানা এক রমণী তাঁহার সম্মুখাগতা হইয়া বলিতে লাগিল, ওগো পুত্রবিরহিণী নারী তুমি অনর্থক কেন পাগলিনীর বেশে এরূপ রোরুদ্যমানা হইয়া ধাবমানা হইতেছ? আমি স্বচক্ষে দেখিলাম যমরাজা স্বয়ং তোমার গৃহমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তোমার ক্ষুদ্র শিশুটিকে হরণ করিয়া দ্রুততর বেগে পলাইলেন। সমীরণ বা কত বেগে গমন করে, তদপেক্ষাও অধিক বেগে তিনি গমন করিয়াছেন। বৃথা রোদন কেন করিতেছ। তিনি যাহাকে একবার লইয়া যান, পুনর্ব্বার তাহাকে আর ফিরিয়া দেন না।

মাতা বলিলেন, কি বলিলে! যমরাজা আমার পুত্রকে লইয়া গিয়াছেন; কোন্ পথে তিনি গমন করিয়াছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সত্বর বলিয়া দিউন। আমার প্রাণ নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে, আপনি পথ দেখাইয়া দিলে, আমি অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিব।

মলিনবসনা স্ত্রী কহিল, আমি সে পথ জানি। কিন্তু একটি কথা বলি শুন, তুমি যে সুমধুর গীত গুলিন আপন পুত্রের নিকট সর্ব্বদা গান করিতে, অগ্রে তাহা আমার নিকটে গান কর, পশ্চাৎ পথ বলিয়া দিব। পুর্ব্বে আমি ঐ সকল গীত কতবার তোমার মুখে শুনিয়াছি। আহা, উহা শ্রবণ করিলে কর্ণ যুড়ায়, এনিমিত্ত তাহা শুনিতে আমি অত্যন্ত অভিলাষিণী হইয়াছি। আমি কে, তুমি এখন

পর্য্যন্ত জানিতে পারনাই, আমার নাম রজনী। ঐ সকল গীত গাইবার কালীন আমি তোমার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রুধারা পতিত হইতে দেখিয়াছি।

দুঃখিনী মাতা কহিলেন আমি তোমাকে সকল গীতই শ্রবণ করাইব, কিন্তু এক্ষণে আমাকে আটক করিয়া রাখিও না। যমরাজা এতক্ষণে কতদূর গিয়াছেন, শীঘ্র আমাকে পথ বলিয়া দেও, আমি তাহার লাগাইল ধরিয়া আমার সর্ব্বস্ব ধন পুত্রটিকে ফিরিয়া আনিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবেক।

দুঃখিনীর এতাদৃশ কাকুতি ও বিনতি শ্রবণ করিয়াও রজনী বধিরাবৎ নিস্তব্ধা হইয়া মৌনীভাবেই রহিলেন; গীত না শুনিলে তিনি কোন মতেই পথ দেখাইয়া দিবেন না। দুঃখিনী কি করিবেন, সন্তানের শোকে অতিশয় কাতরা হইয়াও রোদন করিতে করিতে সেই সকল প্রেম-পরিপূর্ণ মধুরগীত গুলিন গাইতে আরম্ভ করিলেন। অনেক গীত গাইলেন; যত গান ততই তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু জল নির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন রজনী সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, ঠিক্ সোজা যাও, যাইতে যাইতে ঘোর অন্ধকার ময় নিবিড় একটা তমাল বন দেখিতে পাইবে, সেখানেই আমি মৃত্যুকে তোমার পুত্র লইয়া যাইতে দেখিয়াছি।

এই কথা শুনিবামাত্র অপত্যবিরহিণী অরণ্যাভিমুখে ধাবমানা হইলেন। যাইতে যাইতে বনের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখেন, তথায় চৌমাথা পথ। কোন্ পথে যাইবেন তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, সম্মুখস্থ শ্যাকুল কণ্টকের বনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো শ্যাকুল ক-

ন্টক! মৃত্যু আমার ক্ষুদ্র শিশুটিকে অপহরণ করিয়া কোন্ পথে পলায়ন করিয়াছেন? তাঁহার দেখা কোথায় পাই, তুমি আমাকে বলিয়া দিতে পার!

শ্যাকুল কাঁটার ঝোপ কহিল, দেখ, শীতে আমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে, প্রাণপর্য্যন্ত বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। যদি তুমি বক্ষঃস্থল দিয়া কিছুকালের নিমিত্ত আমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখ তাহা হইলে তোমার শরীরের উত্তাপে আমি উত্তাপিত হইয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিতেপারি। সত্য বলিতে কি, ইহা না করিলে, মৃত্যু কোন্ পথে গিয়াছেন আমি তোমায় বলিয়া দিব না।

এই কথা শুনিয়া সেই অপত্যবিরহিণী জননী কণ্টক বৃক্ষকে আপন বক্ষঃস্থলে লইয়া ধারণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার কোমলাঙ্গে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া কতইবা রুধির নির্গত হইল। পুত্রশোকের তুল্য এজগতে আর কোন শোকই নাই, এত যে শোণিত ধারা পতিত হইয়া তাঁহার পরিধান বস্ত্রখানি আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল, ইহাতেও তিনি তাদৃশ কাতরা হইলেন না, পুত্র প্রাপ্তির আশায় অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বক্ষঃস্থলে কণ্টক ধারণ করিলেন। শোকাকুলা মাতার হৃদয়স্থল অতিশয় উষ্ণ হইয়া থাকে, কণ্টক বৃক্ষ তাহার সংস্রবে সেই দারুণ শীতকালের রাত্রিতেও উষ্ণতা প্রাপ্ত হইল, এবং পত্র মুকুলাদি বিস্তার করিয়া একেবারে সতেজ হইয়া উঠিল। অনন্তর কৃতজ্ঞ চিত্তে সেই দুঃখিনী নারীকে কোন্ পথে যাইতে হইবে তাহা বলিয়া দিল।

এইরূপে সেই দুঃখিনী জননী কিয়দ্দূর গমন করেন, যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ দেখিতে

পাইলেন। তথায় একখানি জাহাজ বা নৌকা কি আর কোন জলযান, কিছুই নাই। দণ্ডায়মানা হইয়া কিরূপে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন। অল্প জল হইলে তিনি জল ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া পার হইতে পারিতেন। গভীর জল দেখিয়া মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু পুত্রের অন্বেষণ না করিলেও নয়। কি করিবেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। একবার মনে করিলেন আমি হ্রদে পড়িয়া সমুদায় জলটা শুষিয়া পান করিয়াফেলি। কিন্তু তাহা মনুষ্য জাতির পক্ষে অতি দুঃসাধ্য কর্ম্ম। তথাপি সেই পুত্রশোকযুক্তা উন্মত্তা নারী মনে মনে আলোচনা করিলেন, সমুদায় হ্রদের জল শোষণ করিয়া পান করা অসাধ্য হইলেও আমি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখি, না পারিলেই বা কিরূপে পুত্রের অন্বেষণ করিব। এইরূপ ভাবিয়া সেই পুত্র বিয়োগে উন্মত্তা মাতা তীর হইতে হ্রদে নামিতে লাগিলেন।

হ্রদ বলিয়া উঠিল না না, এমন কর্ম্ম কখনই হইতে পারিবে না, তোমায় আমার সম্মত হইয়া অগ্রে একটি পণ করি আইস। মুক্তা সংগ্রহ করিতে আমি অতিশয় ভাল বাসি; তোমার চক্ষু দুটি নির্ম্মল মুক্তার স্বরূপ হইয়াছে, এরূপ অপরূপ মুক্তা আমি জন্মাবধি দেখি নাই। তুমি অবিরত রোদনদ্বারা আপন নয়নদ্বয়কে অশ্রুজলে ভাসাইতে পারিলেই আমি তোমাকে যমরাজের প্রাসাদ পর্য্যন্ত পহুঁছাইয়া দিব। ঐ যে দূরস্থিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতেছ, উহাই তাঁহার বসতি স্থান। বাটীর সম্মুখভাগে একটি মনোহর উদ্যান আছে, তাঁহার মধ্যে উত্তমোত্তম বৃক্ষশ্রেণী এবং তদুপরি প্রস্ফুটিত পুষ্প সকল দেখিতে

পাইবে। সে সকল বৃক্ষই মনুষ্য জাতির জীবন। যমরাজা তাদৃশরূপে রোপণ করিয়া রাখিয়াছেন।

শিশুর মাতা রোদন করিতে করিতে কহিলেন, আমি পুত্রার্থিনী, অপত্যবিরহে অতিশয় কাতরা হইয়াছি; যদি নিজ পুত্রের অন্বেষণ পাই, তুমি যাহা চাহিবে, আমি তাহাই দিব। ইহা বলিয়া পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী জননী এত অধিক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, আপনার চক্ষু দুটি হ্রদের জলে লীন করিয়া ফেলিলেন। ঐ দুইটি নয়ন হ্রদে পতিত হইয়া অমূল্য মুক্তা স্বরূপ হইয়া উঠিল। তখন সেই অন্ধা অবলা নিতান্ত ক্লান্তা হইয়া জলের উপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন এবং তরঙ্গসংযোগে যেরূপ অবস্থায় পার হওয়া যাইতে পারে, ঐ হ্রদ সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে পর পারে লইয়া গেল।

সেই স্থানেই মৃত্যুর আশ্চর্য্য বাটী প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পর্য্যন্ত বিস্তারিত। উহা কি পর্ব্বত, কি বন, কি পরিখা দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছিল, অথবা বড় বড় গুঁড়ী কাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, দুঃখিনী মাতা তাহা নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। সেই অবলা নারী রোদন করিয়া আপন চক্ষু দুটি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, কি রূপেই বা দেখিতে পাইবেন। বৃহদাকার কোন বস্তু হস্তে স্পৃষ্ট হইলেই তিনি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেন কে কোথায় আছ গো! আমার হৃদয়ের ধন প্রাণাধিক সন্তানটিকে যমরাজ অপহরণ করিয়া আনিয়াছেন," তাহার দেখা কোথায় পাই আমাকে বলিয়া দাও। দুঃখিনী এই রূপ চীৎকার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া কৃতান্তের ভবনরক্ষিকা পক্ককেশযুক্তা এক বৃদ্ধা স্ত্রী বহির্গতা হইয়া কহিল,

যমরাজা এখনও ভবনে আসেন নাই। তুমি কে গো? কিরূপে এখানে আইলে? কেই বা তোমাকে সাহায্য করিল?

দুঃখিনী মাতা উত্তর করিলেন, ওগো? পরম দয়ালু পরমেশ্বর আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুকূলা হইয়া আমার ক্ষুদ্র শিশুকে কোথায় পাইব তাহা বলিয়া দাও।

বৃদ্ধা স্ত্রী তাহা শুনিয়া উত্তর করিল, ওগো বাছা! তোমার সন্তান কোথায় আছে আমি তাহার কিছুই জানি না, তোমারও চক্ষু নাই যে আপনি অন্বেষণ করিয়া দেখিয়া লইবে।

অদ্য রাত্রিযোগে এ উদ্যানে অনেক বৃক্ষ ও অনেক পুষ্প শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, যমরাজা অবিলম্বে আগমন করিয়া তাহা পুনরায় সজীব করিবেন। প্রত্যেক মনুষ্যের অবস্থানুসারে জীবন রূপ বৃক্ষ অথবা জীবন রূপ পুষ্প এখানে এক একটি আছে। তাহাদিগকে অন্যান্য সামান্য বৃক্ষবৎ দেখাইলেও, তাহাদের হৃদয়মণ্ডল দুপ্ দুপ্ করিয়া কম্পিত হইয়া থাকে। বালকদিগেরও অন্তঃকরণ সেইরূপ কম্পিত হয়। ইহাতেই বোধ হইতেছে তুমি আপন সন্তানের হৃদয়স্থানটি উত্তমরূপে চিনিতে পারিবে। কিন্তু আর যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা যদি আমি তোমায় বলিয়াদিই, তবে তুমি আমায় কি দিবে তাহা বল?

ইহা শুনিয়া দুঃখিনী মাতা প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন, তোমাকে দিই এমন আমার কিছুই নাই, তোমার নিমিত্ত যদি আমাকে পৃথিবীর শেষভাগেও যাইতে হয়, তাহাতেও আমি অসম্মতা নহি।

বৃদ্ধা স্ত্রী প্রত্যুত্তর করিল অধিক কথা কহিবার আবশ্যকতা নাই, তোমার ঐ কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ কেশ গুলিন আমাকে দিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমার এই পক্ককেশ গুলি তুমি লও, তোমার কেশ গুলি অতিসুন্দর, উহা প্রাপ্ত হইলে আমি অতিশয় হর্ষযুক্ত হইব, কিছু নাই বলিতেছ কেন, উহাই যে আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

দুঃখিনী কহিলেন, আমার কেশ পাইলেই কি তুমি সন্তুষ্টা হও, আরতো কিছুই চাহ না, ওগো আমি আহ্লাদিতা হইয়া তাহা তোমাকে প্রদান করিতেছি। ইহা বলিয়া তিনি সেই বৃদ্ধার হিমানীবৎ শুভ্রবর্ণ কেশের পরিবর্ত্তে আপনার কৃষ্ণবর্ণ উত্তম কেশ গুলিন প্রদান করিলেন।

তদনন্তর ঐ দুই স্ত্রী যমরাজা মহাশয়ের প্রাসাদমধ্যে গমন করিয়া দেখে যে তত্রস্থ বৃক্ষ এবং পুষ্প সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অবয়ব ধারণ করিয়া বিশৃঙ্খল রূপে উৎপন্ন হইয়াছে। কোন স্থানে ভূমিচম্পক সকল আপনাদিগের শোভা এবং সৌরভ প্রকাশ করিয়া নেত্র ও ঘ্রাণ-সুখ জন্মাইতেছে, কোন স্থানে স্থলপদ্মসকল বৃহদ্বৃক্ষ সদৃশ উৎপন্ন হইয়া, প্রস্ফুটিত পুষ্প সমুহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। আর যে কত প্রকার জলজ পুষ্প, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। সকলের আকার সমান নহে; কতক গুলাকে সতেজ দেখাইতেছে। আর কতক গুলাতে জলসর্প সকল বেষ্টন করিয়া থাকাতে তাহারা একেবারে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে; কিছুমাত্র তেজ নাই, এবং কৃষ্ণবর্ণের কর্কট গুলাও তাহাদের বোঁটায় ঝুলিতেছে। তাল তমাল শাল দেবদারু আম্র জাম কাঁটাল প্রভৃতি কত শত শত বৃক্ষ

রহিয়াছে কেহ তাহা গণনা করিয়া নিশ্চয় বলিতে পারে না। প্রত্যেকেরই এক এক ভিন্ন ভিন্ন নাম, এবং তাহাদের প্রত্যেকেই এক এক ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের জীবন; কেহ ভারতবর্ষনিবাসী, কেহ ইংলণ্ডনিবাসী, কেহবা আরব দেশনিবাসী ছিল, এবং পৃথিবীস্থ আর আর সকল দেশের লোকেরই জীবন ঐ সকল বৃক্ষমধ্যে নিহিত ছিল।

কতক গুলা বড় বড় বৃক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাবার উপরি স্থাপিত হওয়াতে প্রায় তাহাদের নাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; তাহারা এতাদৃশ দীর্ঘাকার হইয়া ক্ষুদ্র২ ডাবাতে কি বল করিতে বা সতেজ থাকিতে পারে? বোধ হয় তাহারা ঐ পাত্র গুলকে চূর্ণ করিলেও করিতে পারিত। আর অনেক গুলিন ক্ষুদ্র অথচ কোমল পুষ্পের চারা গাছ, শৈবাল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া উর্ব্বরা ভূমিতে স্থাপিত হইয়াছিল এবং বিশেষ যত্নে তাহাদের মূলে জলসেচনাদি হইত।

দুঃখিনী মাতা ক্রমে ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র ২ বৃক্ষসকলের উপর নত হইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাণ দিয়া শুনিতে পাইলেন যে তাহাদের মধ্যভাগটা দুপ্ দুপ্ করিয়া কম্পিত হইতেছে। সেখানে লক্ষ লক্ষ চারাগাছ থাকিলেও অন্তর্গত শব্দের দ্বারা, যে গাছটি তাঁহার আপন শিশু তাহাকে তিনি চিনিতে পারিলেন।

অনন্তর তিনি সেই অতিক্ষুদ্র সূর্য্যমণি পুষ্পের চারার প্রতি হস্ত বিস্তারিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে এই যে দুঃখিনীর সন্তান। তখন গাছটি ক্ষীণ তেজ প্রযুক্ত ভূমিতে মাথা নোঁয়াইয়া ছিল।

বৃদ্ধা স্ত্রী বলিল, ওগো বাছা তুমি এখন ফুলের চারাটি

স্পর্শ করিও না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত যমরাজা না আইসেন ততক্ষণ তুমি এস্থানে বসিয়া থাক। তিনি আগতপ্রায়; মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আসিতে পারিবেন। তিনি আসিয়া যৎকালীন এই চারাগাছটিকে উৎপাটন করিবেন, তখন তুমি ধমক দিয়া নিবারণ করিয়া কহিও, "যমরাজ! সাবধান হও, এফুলের চারাটিকে তুমি কোন মতে উপড়াইও না, যদি উপড়াও এখনই আমি বাগানের আর আর ফুল গাছকে একবারে উপড়াইয়া ফেলিব"। একথা শুনিলে যমরাজা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইবেন।

শুন বাছা অত্রস্থ প্রত্যেক বৃক্ষ বিষয়েই যমরাজকে পরমেশ্বরের নিকট বিজ্ঞাপন করিতে হয়, ঈশ্বরের অনুমতি না হইলে তিনি এখানকার একটিও উদ্ভিজ্জ উৎপাটন করিতে সমর্থ হন না।

বৃদ্ধা দুঃখিনী জননীকে এইরূপ উপদেশ দিতেছে এমত সময়ে শীতল বায়ু সঞ্চালন হইতে লাগিল। তাহাতে নেত্র হীনা মাতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এবার বুঝি যমরাজা আসিতেছেন। যাহা বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থই হইল। বাস্তবিক যমরাজাই তথায় আগমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে, কিপ্রকারে এখানে আসিবার পথ জানিতে পারিলে? আর কিরূপেই বা আমা অপেক্ষা এত শীঘ্র আসিয়াছ?

তিনি উত্তর করিলেন, যমরাজ! অধিক কথা বলিবনা, আমি বালকের মাতা, আমি যে কিরূপে এত শীঘ্র আইলাম একথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই।

অনন্তর মৃত্যু হস্ত বিস্তারিয়া বালকের জীবন স্বরূপ সেই কোমল পুষ্পচারাটি উৎপাটন করিতে উদ্যত হন, এমত

সময়ে দুঃখিনী মাতা উদ্বিগ্ন চিত্তে উহা দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিলেন, পাছে তাহার পাতা গুলীতে আঁচ লাগিয়া উহা ভাঙ্গিয়া যায় এজন্য বিশেষরূপে যত্ন করিতে কোন ত্রুটি করিলেন না। তখন মৃত্যু ঐ দুঃখিনীর হস্তে নিশ্বাসবায়ু ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উত্তর দিকের বায়ু বা কত শীতল! তাঁহার নিশ্বাস তদপেক্ষাও অধিক শীতল হওয়াতে, শীতে ঐ মাতার হস্তদুটি কম্পান্বিত হইয়া ক্রমে ২ জড় ও শিথিল হইয়া আসিল, পূর্ব্ববৎ আর দৃঢরূপে ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মৃত্যু কহিলেন অরে অবলা নারী, আমাকে পরাজয় করা কি তোর ক্ষমতাতে হইতে পারে। মাতা বলিলেন আমি পারিনা যথার্থ বটে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা পরমদয়ালু পরমেশ্বর অবশ্যই পারেন।

এই কথাতে ধর্ম্মরাজ তাহার প্রতি প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যে ঈশ্বরের কথা কহিতেছ, আমি তাঁহারই কিঙ্কর, কায়মনোবাক্যে আমি তাঁহাকে মান্য করিয়া তদুদ্যানে মালীর কর্ম্ম করিয়াথাকি। তোমাকে বিশেষ পরিচয় কহি শুন, অজ্ঞাত অপরিচিত এক অনির্ব্বচনীয় রাজ্যের মধ্যে সেই পরমদয়ালু পরমেশ্বরের অতিপ্রশস্ত অশোকনামে একটি মনোহর উদ্যান আছে, তাহাতেই আমি তাঁহার মনোনীত উত্তমোত্তম বৃক্ষ এবং পুষ্পবৃক্ষসকল সর্ব্বদা রোপণ করিয়াথাকি। সে বাগানের যে কত শোভা, এবং তথাকার চমৎকার উদ্ভিজ্জ সকলই বা কি প্রকার বর্দ্ধিত ও প্রফুল্ল হয়, তাহা আমি তোমাকে বর্ণন করিয়া বলিতে পারি না।

তখন মাতা বিনীতভাবে অনর্গল অশ্রু নিক্ষেপ [illegible]

করিতে যমের নিকটে বারম্বার নিবেদন করিলেন, ওগো মহাশয়! অনুগ্রহ করিয়া এ দুঃখিনীর সন্তানটিকে ফিরিয়া দিউন। আপনি ত্রিকালজ্ঞ, সকলই জানেন, আমি এক প্রকার হতাশা হইয়াছি। হৃদয়ের ধন পুত্রটিকে ফিরিয়া না দিলে সত্য কহিতেছি, এখনই আমি এই দুইটি উত্তম পুষ্পের চারাগাছকে ছিঁড়িয়া ফেলিব, বলিতে কি আপনকার বাগানে আর একটিও ফুলগাছ রাখিব না, ক্রমে ক্রমে সমুদায়ই নষ্ট করিব।

মৃত্যু বলিলেন সাবধান, তুমি উহাদিগকে স্পর্শ করিও না, এখনই তুমি আপনাকে দুঃখিনী বলিয়া জানাইলে, আবার তুমি আর কতকগুলিকে দুঃখিনী করিতে চেষ্টা করিতেছ, ঐ চারা দুটি ছিঁড়িয়া ফেলিলেই আর দুই জনের মাতা অপত্য বিরহে তোমার ন্যায় দুঃখিনী হইয়া একেবারে উন্মত্তা হইয়া উঠিবে। এমত বিষয় করা কি তোমার পক্ষে উচিত হয়। না না, এমত কর্ম্ম কদাচ করিও না, ইহা অতি অবিধেয় কর্ম্ম।

তখন ঐ অবলা নারী ফুলের গাছদুটিকে পরিত্যাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন, আমার সদৃশ আরও কি কেহ অভাগিনী আছে, যে অপত্যবিরহে এই ঐহিক সুখে জন্মের মত একেবারে জলাঞ্জলি দিবেক।

এই কথাতে কালান্তক মহাশয় দুঃখিনীর প্রতি কিঞ্চিৎ কারুণ্য ভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, ওগো বাছা, আমি হ্রদহইতে তোমার চক্ষুদুটি ধৃত করিয়া আনিয়াছি। নির্ম্মল পদ্ম সদৃশ দেখিয়া তখনি আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম, যে এচক্ষু তোমারই হইবে। এই লও, গ্রহণ কর।

পূর্ব্বে উহা যেপ্রকার উজ্জ্বল ছিল এক্ষণে আর সেপ্রকার নাই বটে, তথাপি তুমি ইহা দ্বারা সামান্য রূপ দেখিতে পাইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই যে সন্নিধানে গভীর কূপটা রহিয়াছে দেখিতেছ, তুমি ইহার ভিতর নেত্রপাত করিয়া দেখ, পরে, যে দুটি ফুল গাছকে তুমি উপড়াইতে চাহিয়াছিলে তাহাদের নাম আমি তোমার সাক্ষাতে বলিব। কূপের ভিতর দৃষ্টিপাত করিলে, ভবিষ্যতে উহাদের যে অবস্থা হইবে সকলই স্পষ্ট রূপে তোমার অনুভূত হইতে পারিবে, এবং কলিকাবস্থাতে যে দুটী চারা গাছ তুমি নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ তাহাও তুমি দেখিতে পাইবে।

মহাকালের এই বাক্যে দুঃখিনী মাতা কূপের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, পূর্ব্বোক্ত একটি বৃক্ষের পরমায়ু পরম আনন্দ অনুভব করিতেছে, তাহা দেখিতেইবা কত মনোরম, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে কত প্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতা বিস্তারিত ভাবে বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হইল ধরণীমণ্ডলের আরও অনেক লোকে ঐ রূপ সুখী হইতে পারিবে, তাহার সুস্পষ্ট চিহ্নও চারিদিকে স্থাপিত রহিয়াছিল। আর একটির কিছুমাত্র সুখ নাই, মনের ক্ষোভ উৎকণ্ঠা দুঃখ-ভাবনা কুচিন্তা প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্ভাবনা হেতু তাহার জীবনকালটি একেবারে অবসন্ন হইয়াছিল।

মৃত্যু বলিলেন ভদ্রে! কূপের মধ্যে দুই জনের যে অবস্থা দেখিতে পাইলে এই দুই-ই ঈশ্বরাধীন জানিবে, তাঁহার ইচ্ছাতেই একের সুখ এবং একের দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ দুটি বৃক্ষের মধ্যে কোন্‌টি সুখী এবং কোন্‌টিইবা দুঃখী আমাকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

যমরাজা বলিলেন তাহা স্পষ্টরূপে বলিবার আদেশ নাই। কেবল এই কথাটি আমার মুখে তুমি শুনিতে পাইবে, যদি ইহাতে বুঝিতে পারতো বুঝ, ঐ দুই পুষ্প-বৃক্ষের মধ্যে একটি তব পুত্রের জীবন রূপে পরিগণিত হইয়াছে, ভবিষ্যতে তোমার পুত্র যে দুরবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহাই তুমি কূপ মধ্যে দেখিতে পাইলে।

তখন মাতা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলেন যমরাজ! অনুগ্রহ করিয়া বলুন্ ঐ উভয়ের মধ্যে আমার পুত্রের অবস্থা কোন্‌টা, আহা! এদুঃখিনীর নির্দ্দোষী শিশুকে আপনি এ দুরদৃষ্ট হইতে মুক্ত করুন, আমার পুত্রে পাপের লেশমাত্র নাই, ইহাকে এত দুঃখে রাখা আপনকার উচিত নয়, ভবিষ্যৎ দারুণ কষ্ট ভোগ হইতে আপনি উহাকে পরিত্রাণ করুন। এক্ষণে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমার উহাতে আর কাজ নাই, বরং আপনি উহাকে গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যে লইয়া যাউন। তবে, আমি উহার নিমিত্ত আপনকার নিকট যে এত সাধ্য সাধনা করিয়াছি, চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রু ধারা পতিত হইয়াছে, কত প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়াছি, তাহার নিমিত্ত আপনি কিছু মনে করিবেন না, সকলই বিস্মৃত হইয়া যাউন।

যম বলিলেন আমি তোমার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না, তুমি এক্ষণে তোমার পুত্রটিকে লইয়াযাইবে, কি আমি উহাকে সেই অজ্ঞাত অপরিচিত ঈশ্বররাজ্যে

লইয়া যাইব, বিবেচনা পূর্ব্বক তাহা তুমি স্পষ্ট করিয়া আমার সাক্ষাতে বল।

তখন মাতা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে পরমদয়ালু পরমেশ্বর! প্রার্থনা কালে যদি কখন আমি তোমার ইচ্ছার বিপরীত প্রার্থনা করিয়াথাকি, তাহা যেন কোনমতেই সুসিদ্ধ না হয়, তুমি আমাদিগকে যে কোন অবস্থায় রাখহ, সে সকলই আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর, অতএব আমার অবিহিত প্রার্থনা গ্রাহ্য করিওনা।

ক্ষণকাল এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে তাঁহার মস্তকটি বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত নত হইয়া পড়িল, এবং মৃত্যুও সেই সময় তাঁহার তনযকে লইয়া সেই অজ্ঞাত অপরিচিত সর্ব্বোপরিস্থ রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

নায়কশোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা।
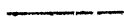
এক পরম রমণীয় উপবনমধ্যে প্রস্ফুটিত পুষ্পসমূহে সুশোভিত একটি গোলাপের গাছ ছিল। ঐ গাছে যে পুষ্পটি সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে অতি সুন্দর তাহাতেই একটী অণুপরিমাণ পরি বাস করিত। অতিক্ষুদ্র অণুকায প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিই তাহাকে দেখিতে পাইত না। গোলাপ পুষ্পের সকল পত্রেরই উপরিভাগে সে নিদ্রা যাইতে পারিত। তাহার ক্ষুদ্র শরীরটি অতিশয় সুগঠন যুক্ত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদিগকে দেখিলে যেরূপ প্রীতির উদয় হয়, যদি কেহ সেই পরিকে দেখিতে পাইত তাহা হইলে তাহারও সেই রূপ প্রীতির উদয় হইত। ঐ পরির স্কন্ধ অবধি চরণ পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে দুইটি পক্ষ ছিল। অতিসুন্দর গোলাপ পুষ্পের অভ্যন্তরে বাস করাতে পুষ্পের দলগুলি তাহার পক্ষে এক প্রকার স্বচ্ছ প্রাচীর স্বরূপ হইয়াছিল। আহা তদ্দ্বারা তাহার বাসস্থান কেমন সৌরভে আমোদিত থাকিত!।

হেমন্ত কাল অপেক্ষা বসন্ত কালের দিন সকল কিছু দীর্ঘপরিমাণ হয়, এই সময়ে সূর্য্যকিরণে সেই পরি আহ্লাদিত হইয়া এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমনপূর্ব্বক নানা প্রকার বিহার করিয়া থাকে। যাহাকে আমরা পাতার শির বলি তাহাই তাহার পক্ষে বহুদূরব্যাপী পথ স্বরূপ।

এক্ষণে তাহার ভ্রমণের কথা বলি শুন, এক দিন সে প্রজাপতির পালকের উপর চড়িয়া নৃত্য করিতে করিতে লেবু গাছের উপর গমন করিল। লেবু পাতার উপরে যে সকল প্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত পথ আছে, পরি তাহার পরিমাণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। উহাও তাহার পক্ষে অধিক দূর পথ হইয়া পড়িল। অর্দ্ধেক পথ ভ্রমণ না করিতে করিতেই সূর্য্য অস্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতে একটি কথা আছে, সে প্রাতঃকালে বহির্গত না হইয়া অধিক বেলাতে যাত্রা করিয়াছিল।

যাহাহউক অর্দ্ধপথেই সন্ধ্যা হইল। একে অল্প অল্প শীত, তাহাতে আবার বায়ু সঞ্চরণ এবং শিশিব পতন হইতে লাগিল, অতএব গৃহে প্রত্যাগমন করাই তাহাব পক্ষে শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া, সে সাধ্যানুসারে ত্বরা করিতে কোন ত্রুটি করিল না। কিন্তু ত্বরা করিলে কি হইবে, সে আসিতে আসিতে গোলাপ ফুল গুলিন সমুদায়ই মুদিত হইয়াছিল, একটিও প্রস্ফুটিত ছিলনা যে তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাত্রি যাপন করে। ক্ষুদ্র পরির আর ভয়ের পরিসীমা রহিল না। পূর্ব্বে সে সর্ব্বদা গোলাপ দলের উপরিভাগে শয়ন করিয়া রাত্রি কালে সুখে নিদ্রা যাইত, সেতো আর কখনও কোন দিন বাহিরে গমন করে নাই। আহা নিশ্চয় বোধ হইতেছে এই দুরবস্থাতেই হয়তো তাহার মৃত্যু হইতে পারিবে।

বাগানের এক পার্শ্বে একটি নিকুঞ্জবন ঝুম্‌কালতাতে আচ্ছাদিত ছিল, তাহা সে ভাল রূপে জানিত। ঐ লতাতে মুকুল গুলিন রংমাখান শৃঙ্গ সদৃশ বড় বড় দেখাইতে ছিল। পরি মনে করিল আমি গুড়ি মারিয়া কোন প্রকারে

ইহারই একটির ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত শয়ন করিয়া থাকি।

ইহা মনে করিয়া সে সেখানে উড়িয়াগেল। গিয়া দেখে যে সেই নিকুঞ্জবনে একটি পরম সুন্দর যুবা পুরুষ এবং এক সুন্দরী রমণী উভয়ে পাশাপাশি একত্রে বসিয়া রহিযাছে, এবং পরস্পর আপনাদিগের অভিলাষ প্রকাশ পূর্ব্বক আলাপ করিতেছে। রমণী বলিতেছে দেখ নাথ! বোধ হয় আমরা উভয়ে কখনই পৃথক হইব না, চিরকাল এক সঙ্গে থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিব। আহা! তাহাদিগেব কি প্রেম! বোধ হয়, এক দিনের জন্যেও বিচ্ছেদ হইলে পরস্পরের প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা।

কামিনীর মুখে এই কথা শুনিয়া যুবা পুরুষ বলিল, দেখ প্রিয়ে বোধ হয় অবশ্যই আমাদিকে পৃথক হইতে হইবে, আমরা যে পরস্পর স্নেহ করি, তাহা তোমার ভাইতো কোন প্রকারে সহ্য করিতে পারেন না। অনুমান করি এজন্যই আমাকে পত্রবাহক করিয়া সমুদ্র পারে দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আমি তোমাকে আপন প্রাণের ন্যায় ভাল বাসি, তোমাকে ত্যাগ করিয়া কিরূপে আমি দেশান্তরে গমন করিব এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুল হইতে হইয়াছে, যাহাহউক না যাইলেই নয়, অতএব প্রিয়তমে এক্ষণে কিছুদিনের নিমিত্ত তোমার নিকট বিদায় লইতে হইল।

প্রিয়তমের মুখে এই কথা শুনিয়া ঐ নবপ্রণয়িনী এককালে বজ্রাহতের ন্যায় নিতান্ত দুঃখিতা হইল। কিন্তু কি করিবেক, পরের অধীন, আজ্ঞাপালন না করিলেই নয়, সুতরাং প্রাণনাথকে অগত্যা বিদায় প্রদান করিল।

অনন্তর তাহারা পরস্পর আলিঙ্গন করিলে, বালিকা ক্রন্দন করিতে করিতে স্মরণচিহ্ন স্বরূপ তাহাকে একটি গোলাপের কুঁড়ি দিল। যুবা পুরুষ যত্ন করিয়া তাহা হস্তে লইতেছিলেন, এমত সময়ে ঐ বালিকা ঐ কুঁড়িটিতে এমনি কঠোর চুম্বন করিল যে তাহা একেবারে প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িল। ক্ষুদ্র পরি ঐ সুযোগে উড়িয়া গিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সু কোমল সদ্গন্ধ যুক্ত বালিশের উপর আপনার মস্তকটী স্থাপন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া রহিল। স্বচ্ছন্দে শয়ান হইয়া বাহিরে, কেবল "বিদায় হই বিদায় হই" এই কথাটি বারম্বার শুনিতে পাইল। অনন্তর মনে মনে অনুমান করিল যুবা পুরুষ অবশ্যই গোলাপ ফুলটি আপন বক্ষঃস্থলে রাখিয়া থাকিবেক, তাহা না হইলে ভিতরে এত দুপ্ দুপ্ করে কেন ?। ফলতঃ বক্ষঃস্থলের এমনি শব্দ হইতে লাগিল যে পরি কোন প্রকারে নিদ্রা যাইতে পারিল না।

ঐ যুবকের হৃদয়মধ্যে গোলাপ ফুলটি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত স্থাপিত থাকিল। সে একাকী অন্ধকারময় বন দিয়া যাইতে যাইতে প্রিয়তমাকে মনে করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইতে লাগিল। এবং ঐ পুষ্পটি বাহির করিয়া সঘনে বারম্বার তাহাতে চুম্বন করিতে লাগিল। চুম্বন কালে বায়ুর আকর্ষণ হেতুক তন্মধ্যস্থ ক্ষুদ্র পরির প্রায় শ্বাসাবরোধ হইল। ঐ যুবকের ওষ্ঠদ্বয় প্রিয়াবিরহতাপে কেমন উত্তপ্ত হইয়াছিল, তাহা তখন পরির উত্তমরূপে বোধ হইতেলাগিল। মধ্যাহ্ন কালের প্রচণ্ড রৌদ্রে পুষ্পগণ যেরূপ একেবারে ক্লান্ত হইয়া প্রস্ফুটিত হয়, তাহার চুম্বনে গোলাপ ফুলটিরও সেইরূপ অবস্থা হইল।

এমত সময়ে আর এক জন মানুষ, রক্তবর্ণ চক্ষু, বিরস বদন এবং ক্রোধ পরায়ণ হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ঐ ব্যক্তি সেই সুন্দরী বালিকার দুষ্ট ভ্রাতা। সুন্দরীর প্রিয়পাত্র যুবা পুরুষ ঐ গোলাপ পুষ্পটি বারম্বার চুম্বন করিতেছে, সে তাহা দেখিয়া একবারে ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল। এবং আপনার তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া একাঘাতেই তাহার উদর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল; তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিনাশ হইল। কর্কশ পুরুষ যখন দেখিল যে সে মরিয়া গিয়াছে, আর জীবিত নাই, তখন তাহার মস্তক ছেদন করিয়া নেবু গাছের তলমধ্যে মৃত্তিকার নীচে তাহার দেহ ঐ ছিন্ন মুণ্ড সমেত নিখাত করিয়া রাখিল।

দুষ্ট ভ্রাতা এইরূপ ঘোর নিষ্ঠুরের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিল, "এবারে একেবারে তাহার শেষ হইয়াছে, সে আর কখন ফিরিয়া আসিতে পারিবেনা, বোধ হয় ভগ্নীও তাহাকে ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইবেক। ভগিনী অবগত আছে আমি তাহাকে পত্রবাহক করিয়া বহু দূরবর্ত্তী দেশান্তরে সমুদ্র পারে পাঠাইয়া দিয়াছি। এমত বিষয়ে অনেক লোকেই প্রায় প্রাণ হারাইয়া থাকে। ভগ্নী সাহস করিয়া কোন কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেক না, মনে২ করিবেক দূরদেশে গিয়াছিল বলিয়া যাইতে২ পথিমধ্যে মরিয়া গিয়া থাকিবে, সেতো আর কখনই ফিরিয়া আসিবে না। এই প্রকার বিবেচনা করিয়া ভগিনী অবশ্যই তাহার আশা একবারে পরিত্যাগ করিবেক সন্দেহ নাই"।

অনন্তর পাদিয়া কতক গুলিন শুষ্ক পত্র একত্র করিয়া

ঐ শিথিল মৃত্তিকার উপরে চাপিয়া রাখিল। দুষ্ট মনে করিল এই ঘোর অন্ধকার রাত্রি, এখনতো আমাকে কেহ দেখিতে পাইবে না, এই বেলা আমি একাকী গৃহে চলিয়া যাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র পরি যে তাহার সঙ্গে ২ বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিল সে তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই। যৎকালে সেই দুষ্ট ব্যক্তি গর্ত্ত খনন করে, তখন নেবু গাছের উপর হইতে একটি শুষ্ক পত্র তাহার কেশোপরি পড়িয়া যায়। তৎকালে ঐ ক্ষুদ্র পরিটী সেই পাতার ভিতর গিয়া লুক্কায়িত হইয়া রহিল। গর্ত্ত খনন করিয়া মৃতদেহকে নিখাত করিবার পর, সে টুপিটি লইয়া পুনর্ব্বার আপন মস্তকোপরি রাখিল। পরিটী সেই ঘোর অন্ধকার টুপীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গুরুতর পাপ মনে করিয়া ক্রোধে কম্পমান হইতে লাগিল।

দুষ্ট ব্যক্তি বাটী না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই রাত্রি প্রভাত হইল। অনন্তর সে মস্তক হইতে টুপি খুলিয়া, যে গৃহের ভিতর তাহার ভগ্নী শয়ন করিয়াছিল, একেবারে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সেই পরমসুন্দরী যুবতী কন্যা শয়ন করিয়া নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিতে ছিল "যেন তাহার প্রাণেশ্বর নিবিড় কানন এবং দুর্গম পর্ব্বত সকল পার হইয়া অধিক দূরদেশে যাইতেছেন"। তৎকালে তাহার বদন কমলে স্বপ্নদর্শন জন্য নানাপ্রকার ভঙ্গী হইতেছিল। তাহার দুষ্ট ভ্রাতা মস্তক নত করিয়া অসভ্যরূপে তাহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাদৃশী ভঙ্গী দেখিয়া হাসিতে লাগিল। মস্তক নত করাতে তাহার কেশ হইতে সেই শুষ্ক পত্রটি বালিকার পরিধান বস্ত্রের উপর পড়িয়া গেল, দুষ্ট তাহা জানিতে পারিল না।

সমস্ত রাত্রি জাগরণে গিয়াছে, প্রাতঃকালে নিদ্রা যাই-বার কারণ দুষ্ট আপন গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই সু-যোগে ক্ষুদ্র পরি শুষ্ক পত্র হইতে বাহির হইয়া নিদ্রিতা বালার কর্ণে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নবৎ তাহার প্রাণেশ্বরের ভয়ানক হত্যার সংবাদ কহিতে লাগিল। "ওহে সুন্দরী তোমারই ভাই তোমার প্রাণেশ্বরকে হত্যা করিয়া বন-স্থিত নেবু গাছের তলায় তাহার মৃতদেহকে পুতিয়া রাখিয়াছে। একথা তুমি কেবল স্বপ্ন বোধ করিও না, সেই নেবু গাছের শুষ্ক পত্রটি তোমারই বিছানাতে আছে, উঠিলেই তাহা দেখিতে পাইবে"।

বালিকা এইরূপ দুঃস্বপ্ন দর্শনে নিতান্ত উদ্বিগ্না হইয়া, উঠিয়া দেখে যে যথার্থই তাহার শয্যার মধ্যে নেবুপাতা পড়িয়া রহিয়াছে। আহা! এই দুঃস্বপ্ন দর্শনে ঐ রমণীর চক্ষু হইতে কতইবা অশ্রু পতিত হইল। মনের দুঃখ মনেই থাকিল, কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া আপন মনকে প্রবোধ দিতে পারিল না। সমস্ত দিনই ঐ বালি-কার ঘরের জানালাটি খোলাছিল, মনে করিলে ক্ষুদ্র পরি অনায়াসে উদ্যানস্থ গোলাপ বা অন্যান্য পুষ্পে উড়িয়া যাইতে পারিত। কিন্তু বালিকাকে নিতান্ত ব্যাকুলা দে-খিয়া কোন প্রকারে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

জানালার পাশে টবের উপর একটি গোলাপের ঝাড় ছিল, মাসে মাসে এক একবার তাহাতে গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। পরি তাহারই একটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া এক দৃষ্টে ঐ শোকাকুলা বালিকার প্রতি নিরী-ক্ষণ করিয়া রহিল। সেই নরাধম পাপাত্মা হত্যাকারী

ভ্রাতা অনেক বার প্রফুল্ল বদনে ঐ প্রিয়-বিরহিণী দুঃখিনীর সদনে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু বালিকা সাহস করিয়া মনের দুঃখের একটি কথাও তাহার নিকট প্রকাশ করিতে পারিল না।

রাত্রি হইবা মাত্র দুঃখিনী গোপন ভাবে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বনের মধ্যে যেস্থানে ঐ নেবুগাছটি ছিল তাহারই নিকটে চলিল। তথায় উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকা ও পাতাগুলিন স্থানান্তর করিয়া অবিলম্বে প্রাণেশ্বরের মৃতদেহ প্রাপ্ত হইল। আহা! প্রাণেশ্বরের এই দুর্গতি দেখিয়া অবলা যে কিরূপ মনস্তাপে কতই ক্রন্দন করিল তাহা বলিয়া উঠা যায় না। অনন্তর ঈশ্বরের নিকটে অনবরত প্রার্থনা করিতে লাগিল যেন প্রাণনাথের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মৃত্যু হয়।

অনেক ক্ষণ ক্রন্দন করিয়া সে মনে করিল শব লইয়া গৃহে চলিয়া যাই, কিন্তু দুর্ব্বলা বালিকা পারিল না। কি করে প্রাণপতির ছিন্ন মস্তক হস্তে লইয়া বারবার তাহার নীলবর্ণ শীতল ওষ্ঠে চুম্বন করিতে লাগিল। তখন ঐ ছিন্ন মস্তকে চক্ষুদুটি মুদিত, এবং লাবণ্যেরও কোন শোভা ছিল না, ইহা দেখিয়া অনাথা কতইবা রোদন করিল। ঐ মস্তকের কেশের উপর যে মৃত্তিকা লাগিয়াছিল স্নেহ প্রযুক্ত তাহাও ঝাড়িয়া ফেলিল। মনে মনে স্থির করিল আমি ইহাকে কোনমতেই ত্যাগ করিব না, যে কোন প্রকারে হউক না কেন, আমি এই ছিন্নমস্তকটি রাখিব। অনন্তর মৃত্তিকা এবং পাতাদ্বারা সেই মৃত দেহ আচ্ছাদন করিয়া প্রিয়তমের ছিন্ন শির এবং তৎস্থানস্থ আর একটি পরম সুন্দর জুঁইফুলের গাছ হস্তে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

গৃহে উপস্থিত হইয়া বালিকা অনেক অন্বেষণের পর যে মাটীর পাত্রটাকে বড় দেখিতে পাইল তাহা আনিয়া ঐ মৃত প্রাণেশ্বরের মস্তক তাহার ভিতরে স্থাপন করিল এবং মাটী দিয়া পরিপূর্ণ করিবার পর তাহার উপর জুঁই-ফুলের গাছ রোপণ করিল।

ক্ষুদ্র পরি ঐ অবলা বালিকার অব্যক্ত দুঃখ দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিল না, অতএব বিদায় হই বিদায় হই, এই কথা কহিতে কহিতে উদ্যানস্থ গোলাপ পুষ্পে পুনর্ব্বার উড়িয়া গেল। কিন্তু তখন গোলাপ ফুল তো আর পূর্ব্ববৎ সতেজ নাই, ইহা শুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়াতে গোটাকতক মলিন দল তাহার হরিদ্বর্ণ বৃন্তের উপর লাগিয়া রহিয়াছিল।

ইহা দেখিয়া ক্ষুদ্র পরিটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, হায় কি দুঃখ! জগতের মধ্যে মনোহর উত্তম বস্তুরই শীঘ্র বিনাশ হয়। অনন্তর অনেক অন্বেষণের পর সে আর একটা গোলাপ ফুলের গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহার সুকোমল সৌরভ যুক্ত দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুন্দর রূপে কাল যাপন করিতে লাগিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে সে অবলা বালিকার গবাক্ষের নিকটে উড়িয়া গিয়া দেখিত যে, সর্ব্বদাই সে ঐ জুঁইগাছের সমীপে দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতেছে। জুঁই ফুলের বৃক্ষের উপরে প্রত্যহ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ঐ সুবর্ণাঙ্গী ক্রমে বিবর্ণ হইয়া শীর্ণকায়া হইল। কিন্তু জুঁয়ের পক্ষে ভালই হইল, বালিকার অশ্রুপতনে ইহা সতেজ এবং হরিদ্বর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিগে শিকড় বিস্তার পূর্ব্বক ক্রমে ঝাড় হইয়া উঠিল, এবং তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর শ্বেত-

বর্ণের কলিকা বাহির হইল। বালিকা ফুলগাছটিকে অতিশয় ভাল বাসিত, একারণ সে কলিকা গুলিকে চুম্বন করিয়া আপনার শোক সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

তাহার দুষ্ট ভ্রাতা তাহাকে তিরস্কার করিয়া সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিত‚তুমি এত কাঁদ কেন? তুমি কি অনবরত রোদন করিয়া শরীর পাত করিবে? তোমার বুদ্ধি কি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু সে নির্ব্বোধতো জানিতনা সেই জুঁই গাছের মূলস্থিত মৃত্তিকার ভিতরে কোন্ ব্যক্তির নয়ন দ্বয় মুদিত এবং ওষ্ঠ দ্বয় বিবর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

এক দিন ক্ষুদ্র পরি দেখিল বালিকা রোদন করিতে করিতে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া আপনার মস্তকটি বৃক্ষপাত্রের উপর হেলান দিয়া নিদ্রিতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। ইত্যবসরে সে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, এবং সন্ধ্যার সময়ে নিকুঞ্জ বনে বালিকা আপন প্রাণনাথের সহিত বসিয়া যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিল, গোলাপের সদ্গন্ধে যেরূপ আমোদিত হইয়াছিল, এবং পরি তাহাকে স্নেহ করিয়া যে গোপন কথা বলিয়া দিয়াছিল, এই সমুদয় কথা বলিতে লাগিল। এই রূপ স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রিয়তমশোকে ঐ অকপটপ্রণয়িনীর প্রাণ পরিত্যাগ হইল, বালিকা মায়িক দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে আপন প্রিয়তমের সহিত সংমিলিত হইয়া পরমানন্দ ভোগে কালক্ষেপ করিতে লাগিল।

জুঁই গাছ শ্বেতবর্ণের পাবড়ীগুলী বিস্তারিত করিয়া গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিল, আহা! ইহা ব্যতীত ঐ গাছ আর কি প্রকারে তাহার মৃত্যুজন্য শোক প্রকাশ করিবে?

বালিকার মৃত্যুর পর দুষ্ট ভ্রাতা মনে করিল, বোধ হয়

ভগ্নী মৃত্যুকালে আমাকে এই জুঁইফুলের গাছটি আপন সম্পত্তি স্বরূপ দিয়া গিয়াছে, অতএব আমি ইহাকে স্থানান্তর করিয়া আপনার গৃহে শয্যার নিকটে রাখি, আহা উহা দেখিতে কি মনোহর! এবং উহার সৌরভেই বা কেমন আনন্দ উৎপত্তি করে! এই বিবেচনা করিয়া সে ঐ জুঁইগাছটী আপন গৃহে লইয়া যাওয়াতে ক্ষুদ্র পরিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

প্রত্যেক পুষ্পেই এক এক ক্ষুদ্র আত্মা বাস করে। পরিটা এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাইয়া তাহাদিগের সকলকেই ঐ দুষ্ট ব্যক্তির নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা আদ্যোপান্ত বলিল। এবং এই প্রকার শোক করিতে লাগিল, হায়! দুরাত্মা যে ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে, এতদিনে তাহার মস্তক ঐ পুষ্পবৃক্ষাধারস্থিত মৃত্তিকার নীচে লীন হইয়া থাকিবে, উহার অবলা ভগ্নীও প্রিয়তম শোকে আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে।

পুষ্পস্থিত ক্ষুদ্র আত্মারা কহিতে লাগিল, আমরা কি ইহা জানি না, আমরা যে ইহা অনেক দিন জানি, যে হত ব্যক্তির কথা কহিতেছ আমরা তাহারই চক্ষু এবং ওষ্ঠ হইতে উৎপন্ন, এই বলিয়া এক প্রকার আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করিয়া তাহারা মস্তক নাড়িতে লাগিল।

ক্ষুদ্রাত্মাদিগকে এই ভয়ানক বিষয়ে এত শিথিল এবং নিস্তব্ধ দেখিয়া পরিটা কি করিবে তাহার কিছুই বিবেচনা করিতে পারিলনা, ভাবিয়া চিন্তিয়া মধুমক্ষিকাদিগের কাছে উড়িয়া গেল, গিয়া দেখে, যে তাহারা সকলেই একত্র হইয়া মধু আহরণ করিতেছে। সে তাহাদিগকে ঐ দুষ্ট ব্যক্তির বিবরণ বলিবাতে মধুমক্ষিকাগণ তাহা শ্রবণ করিয়া কুপিত

হইল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা যে মধুমক্ষিকা প্রধানা, তাহাদের রাণী স্বরূপ, তাঁহারই কাছে ঐ ভাবদ্বৃত্তান্ত কহিল। তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আজ্ঞা করিলেন এমত অত্যাচারী লোককে এ জগতে জীবিত রাখা উচিত নয়, কল্যই প্রাতঃকালে তোমরা যাইয়া সেই হত্যাকারীর প্রাণ বধ কর।

যে দিনে তাহার ভগ্নীর মৃত্যু হয় তার পরদিন রাত্রিকালে ভ্রাতা আপন শয্যোপরি শয়ন করিয়াছিল, জুঁইফুলের ঝাড়টি সন্নিকটস্থ থাকাতে তাহার প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছিল। এমত সময়ে ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্পাত্মা সকল বাহির হইয়া ঐ দুরাচারের কর্ণে প্রবেশ করিয়া ভয়ঙ্কর স্বপ্ন বিষয়ক কথা কহিতে লাগিল, পরে তাহার ওষ্ঠের উপর উঠিয়া বসিয়া বিষাক্ত হুল দ্বারা তাহার জিহ্বা দংশন করত তাহারা বলিল এক্ষণে আমরা ঐ দুরাচারের প্রতিফল দিলাম। এই কথা বলিয়া পূর্ব্ববৎ ঐ জুঁইফুলের ঝাড়ে পুনর্ব্বার পলাইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত কালে শয়নাগারের জানালা খোলা হইলে গোলাপফুলনিবাসিনী ক্ষুদ্র পরি মধুমক্ষিকাদিগের রাণীর সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি, সকলেই ঐ দুষ্ট ব্যক্তির প্রাণ বধ করিতে উদ্যত হইয়া আসিয়াছে।

আর কি দুরাত্মা বেঁচে আছে, যে তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিবে, দেখে যে সে মরিয়া গিয়াছে, লোক সকল তাহার বিছানায় বসিয়া এবং চতুষ্পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কহিতেছে যে এই জুঁই ফুলের গন্ধেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকিবে।

গোলাপস্থিত পরিটী তখন পুষ্পাত্মাদিগের প্রদত্ত প্রতিফল বুঝিতে পারিয়া মধুমক্ষিকাদের রাণীর নিকটে সমুদয় বিবরণ কহিল। তিনি ঐ বৃক্ষাধারের চারিদিগে মৌমাছিদিগকে বসিতে কহিলেন, অনেক চেষ্টা করিয়াও কেহ তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিল না। অনন্তর এক মনুষ্য বল পূর্ব্বক ঐ বৃক্ষপাত্রটি স্থানান্তর করিলে একটা মৌমাছি তাহার হস্তে হুল ফুটাইয়া দিল, সে দংশন-জ্বালায় বৃক্ষপাত্রটি ছাড়িয়া দেওয়াতে তাহা কঠিন স্থানে পড়িয়া একেবারে চূর্ণ হইয়া গেল।

মাটীগুলা পড়িয়া যাওয়াতে তাহার ভিতরে কেবল চর্ম্মহীন অস্থিময় একটা মস্তক দেখিয়া সকলেই জানিতে পারিল যে, শয্যার উপর যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে, সে একজন হত্যাকারী দুরাত্মা।

মধুমক্ষিকাদিগের রাজ্ঞী এক্ষণে ভঁ ভঁ শব্দে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মানা হইয়া, পুষ্পাত্মারা যে দুরাচারদিগকে প্রতি-ফল দিয়া থাকে, গোলাপনিবাসিনী ক্ষুদ্র পরি যে দুরাত্মাদিগের কর্ম্ম সকল বলিয়া দিতে পারে, এবং মনে করিলে দুষ্কর্ম্মকারীদিগকে প্রতিফল দিতেও পারে, তৎ সমুদয় বৃত্তান্ত সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইতি।

. VERNACULAR LITERATURE SOCIETY.

অনুবাদক সমাজ।

—000—

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের অধ্যক্ষেরা এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে কোন অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত সমাজের মনোনীত করিতে পারিবেন, তাঁহাকে ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক। এই নিয়ম এক জনের এবং একবারের জন্য নহে, যখন যে ব্যক্তি এই নিয়মানুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাঁহাকেই উক্ত ২০০ দুই শত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবেক।

১ ম। পুস্তকখানি সুনীতিসম্পন্ন বা চরিত্রশোধক হইবেক।

২ য়। নিম্নলিখিত বিষয়ে অথবা তদ্রূপ অন্য কোন বিষয়ে লিখিত হইবে।

১ প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র।

২ দেশ প্রদেশের বিবরণ ও ভূগোল বৃত্তান্ত।

৩ বাণিজ্য এবং লোকযাত্রাবিধান।

৪ লোকপ্রিয় ও উপকারক বিজ্ঞান শাস্ত্র।

৫ শিল্পবিদ্যা।

৬ শিক্ষাবিধান।

৭ জীবনচরিত।

৮ নীতিগর্ভ গল্প।

৩য়। বঙ্গভাষার যথার্থ রীত্যনুসারে অথচ সরল ভাষায় গ্রন্থের রচনা হইবেক; বিশেষতঃ ঐ রচনা ও উহার ভাব এরূপ হওয়া আবশ্যক, যে এতদ্দেশীয় লোকের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে।

৪র্থ। পুস্তক খানি মুদ্রিত হইলে তাহার পৃষ্ঠার সংখ্যা ১২ পৃষ্ঠা ফরমার ১০০ এক শত পৃষ্ঠার ন্যূন না হয়।

৫ম। যে পুস্তকের নিমিত্ত এই নিয়মানুসারে পুরস্কার প্রদান করা যাইবেক, সেই পুস্তক অনুবাদক সমাজের সম্পত্তি হইবেক, তাহাতে লেখকের কোন স্বত্ব থাকিবেক না।

৬ঠ। নূতন লিখিত পুস্তক প্রথমতঃ সমাজের অধ্যক্ষগণের বিবেচনাধীন হইবেক, তাঁহারা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যেরূপ আদেশ করিবেন গ্রন্থকারকে সেই রূপ করিতে হইবেক। কিন্তু সকল গ্রন্থকারেরাই তাঁহাদিগের ইচ্ছামত যন্ত্রালয়ে কেবল প্রথমবার আপন আপন গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন।

৭ম। পুস্তক প্রচারিত হওনাবধি এক বৎসরের মধ্যে ২০০০ দুই সহস্র পুস্তক যদি যথার্থতঃ বিক্রয় হয়, তবে সমাজের অধ্যক্ষেরা গ্রন্থকারকে পুনর্ব্বার পুরস্কার প্রদান করিবেন। ঐ পুরস্কার পঞ্চাশ ৫০ টাকার ন্যূন হইবেক না।

ই, বি, কাউয়েল।
বর্ণাকিউলর লিটরেচর সোসাইটির
সেক্রেটরি।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

বিজ্ঞাপন।

১ ম। বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ কর্ত্তৃক প্রকটীকৃত নিম্নলিখিত পুস্তক সকল, গরাণহাটার চৌবাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সঙ্খ্যাক সমাজের পুস্তকাগারে, মাণিকতলা স্ট্রিট নং ৪৬। ৪৭ সহকারি সম্পাদকের বাটীতে, স্কুলবুক সোসাইটী, রোজারু কোম্পানি এবং কলিকাতাস্থ আর২ পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ব করিয়া লইবেন।

	পৃষ্ঠা	মূল্য
রবিন্‌সন্‌ ক্রুশোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বারখানি চিত্রযুক্ত	৩২৬	।৶০
পাল এবং বর্জিনিয়ার জীবন বৃত্তান্ত, চিত্রদ্বয়যুক্ত	২৫৫	।৴০
সেক্‌সপিয়র কৃত গল্প	২১২	৶০
মনোরম্য পাঠ	১১৪	৵০
রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ..	৬৩	৶০
বৃহৎ কথা	১০৯	।৫
হংসরূপী রাজপুত্রদিগের বিষয়, এক চিত্রযুক্ত	৫৪	/।৫

পুত্রশোকাতুরা দুঃখিনী মাতা, ও নায়ক শোকাতুরা দুঃখিনী নায়িকা এক চিত্রযুক্ত	৩০	/০
ছোট কৈলাস এবং বড় কৈলাস	২৫	/০
চকমকি বাক্স, অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র, এক চিত্রযুক্ত	৩০	/০
মৎস্যনারী উপাখ্যান	৭৮	৵৫
চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর গল্প ..	২৮	/০

অহল্যা হড়িডকা।
নুরজাহান রাজ্ঞীর জীবন বৃত্তান্ত।
এলিজিবেথ।
বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা।
জাহানিরার চরিত্র।
} ত্বরায় প্রকটিত হইবে।

২ য়। এই সকল পুস্তক মুদ্রিত করিতে যাহা ব্যয় হইয়াছে, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, সাধারণের উপকারার্থে তদপেক্ষাও ন্যূন মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।

৩ য়। উক্ত পুস্তক সকল যাঁহারা একবারে অধিক সঙ্খ্যক ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে শতকরা ২৫ টাকা কমিসন দেওয়া যাইবেক।

শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের
সহকারিসম্পাদক।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

বিজ্ঞাপন।

১ ম। নিম্ন লিখিত, স্কুলবুক সোসাইটী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানের পুস্তক সকল, (অনুবাদক সমাজের স্থাপিত) গরাণ হাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ সঙ্খ্যক, গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ নামক পুস্তকাগারে বিক্রয় হইয়া থাকে। যাঁহার প্রয়োজন হয় তত্ত্ব করিয়া লইবেন।

২ য়। কি দেশীয় কি বিদেশীয় সাধারণ পুস্তকবিক্রেতা মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, তাঁহারা এই সকল পুস্তক গ্রহণ করিলে, ইহার কমিসন বা ডাকের মাসুল কিছুই দেওয়া যাইবেক না।

সভ্য ইতিহাস সার	৶৫
অভিধান	৸০
সার সংগ্রহ	॥০
পশ্বাবলি	॥৵০
ভূমি পরিমাণ বিদ্যা	৸৵০
বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশ	।৶০
বঙ্গ দেশের ইতিহাস	৸০
কীথ সাহেবের ব্যাকরণ	৵০
রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ	।০

ব্রজকিশোর গুপ্তের ব্যাকরণ .. .. ।৵০
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গণিতসার .. ।৵০
হারন সাহেবের গণিতাঙ্ক .. .. ।০
মে সাহেবের অঙ্ক পুস্তক ৵০
বঙ্গভাষা বর্ণমালা .. .. .. /০
বর্ণমালা প্রথম ভাগ .. .. .. /০
বর্ণমালা দ্বিতীয় ভাগ .. .. .. /১০
জ্ঞান দীপিকা ৵০
নীতি কথা প্রথম ভাগ .. .. .. /০
ঐ দ্বিতীয় ভাগ .. .. .. /০
ঐ তৃতীয় ভাগ .. .. .. /৫
মনোরঞ্জন ইতিহাস .. .. .. /১০
পত্র কৌমুদী ৶০
অদ্ভুত ইতিহাস, জঙ্গিস্ খাঁর বৃত্তান্ত .. /১০
,, সিকন্দর সাহেব দিগ্বিজয় .. /০
,, তৈমুর লঙ্গের বৃত্তান্ত .. ৵১০
,, উইলিয়ম টেল .. .. /০
স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক ৵০
শিশু পালন .. .. .. ॥০
গোপাল কামিনী .. .. .. ॥০
সত্য চন্দ্রোদয় .. .. .. ॥০
মনোহর উপন্যাস .. .. .. ।০
রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনচরিত .. .. ॥০
দশকুমার .. .. ১৲
ভূমণ্ডলের মানচিত্র .. .. .. ৬৲
ভারতবর্ষের মানচিত্র .. .. .. ৭৲

৩য়। বিবিধার্থসংগ্রহ, অর্থাৎ পুরাবৃত্তেতিহাস—প্রাণি-বিদ্যা—শিল্প—সাহিত্যাদি--দ্যোতক মাসিক পত্র, নানা-বিধ চিত্রে সুশোভিত, বড় বড় ২৪ পৃষ্ঠা পরিমাণে, সমাজের অনুমত্যানুসারে সন ১২৬৪ সালের বৈশাখ মাসাবধি বিদ্যোৎসাহী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। বিনা মাসুলে ইহার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৲ টাকা, প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০ আনা।

৪র্থ। বিবিধার্থ সঙ্গ্রহে যে সকল চিত্র প্রকটিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার আদর্শ বিক্রয় করা যাইবেক; যাহার প্রয়োজন হয়, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের সম্পাদক, ই, বি, কাউয়েল সাহেব (স্পেন্‌সর্‌ হোটেল ১৩ নং বাটী), অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক, অথবা বিবিধার্থের সম্পাদক মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিবেন। মৃত বিটন্‌ সাহেব বিলাত হইতে যে সকল চিত্র আনাইয়াছিলেন তাহা গ্রন্থকারেরা বিনাব্যয়ে ব্যবহারার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

৫ম। নিম্ন লিখিত ডেপুটী ইনস্পেকটর মহাশয়েরা অনুবাদক সমাজের পুস্তক বিক্রয় বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব দূর দেশবাসী বিদ্যোৎসাহী মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ নামক পুস্তক সকল প্রয়োজন হইলে, তাঁহারা যেন উক্ত কর্ম্মকর্ত্তাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের ডাকের মাসুল লাগিবে না। কিন্তু কলিকাতা হইতে গ্রহণ করিলে ডাকের মাসুল তাঁহাদিগকে দিতে হইবেক।

নাম	জেলা
শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ	হুগলি।
কালিদাস মৈত্র	বর্দ্ধমান।
উমাচরণ হালদার	মেদিনীপুর।
ব্রহ্মমোহন মল্লিক	হাবড়া।
কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ..	মুরশিদাবাদ।
হরিশঙ্কর দত্ত	বাঁকুড়া।
ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়	নবদ্বীপ।
রামলাল মিত্র	রাজসাই।
পরমানন্দ মুখোপাধ্যায ..	বীরভূম।
মেং এফ, জোহানেস	মালদহ।
জগচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	চব্বিশপরগণা ও বারাসত।
নীলমণি সেন	পাবনা।
আলাহাদাদ খাঁ	ফরিদপুর।
দিনবন্ধু মল্লিক	ঢাকা।
শ্যামাচরণ বসু	বরিসাল।
দয়ালচাঁদ রায়	যশোহর।
মেং জ্যাকশন	রঙ্গপুর।
হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	দিনাজপুর।
শ্যামাচরণ শর্ম্মা	বোগড়া।
বৈকুণ্ঠনাথ সেন	মৈমুনসিং।
কমলনাথ ঘোষ	সিলহট।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারি সম্পাদক।
সিমুলিয়ার অন্তঃপাতি মাণিকতলা ষ্ট্রীট
৪৬।৪৭ সংখ্যক ভবন।

পৃষ্ঠা		পঙ্‌ক্তি		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	..	৭	..	আমি তাহার	আমাকে তাহার
৭	..	১৭	..	তোমার আমার	তোমায় আমায়
১৩	..	৮	..	শিখিল	শিথিল